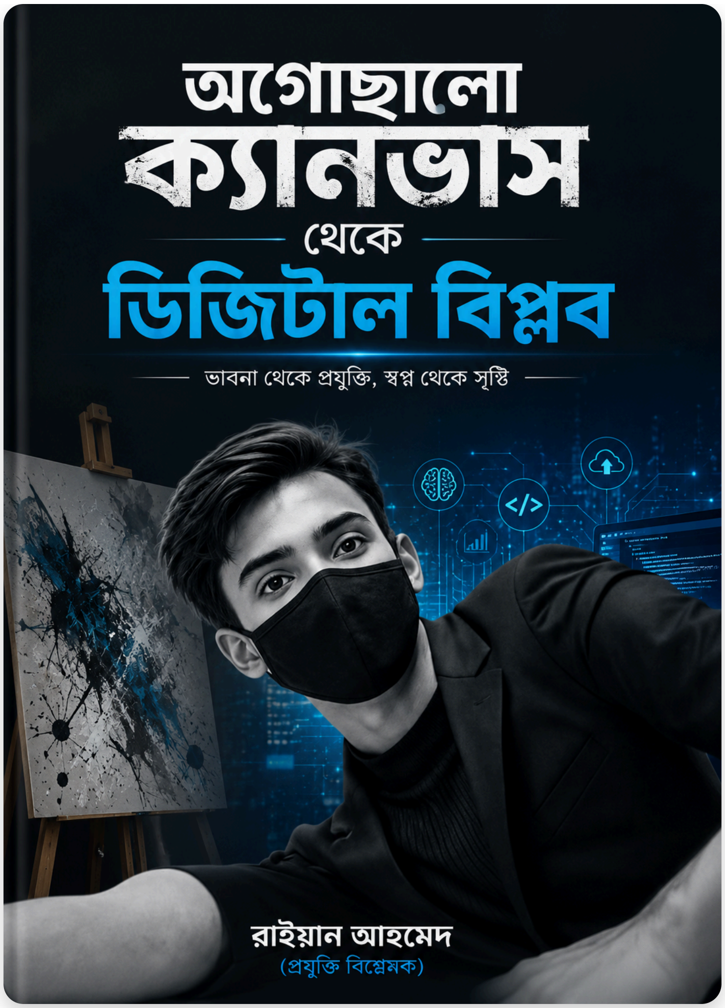

অগোছালো ক্যানভাস থেকে ডিজিটাল বিপ্লব

ডিকে শুভ এবং সিএনসি হাব-এর গল্প

লেখক: রাইয়ান আহমেদ (প্রযুক্তি বিশ্লেষক)

ভূমিকা: এক ক্ষুদে বিজ্ঞানীর জন্ম

সিলেট, মৌলভীবাজারের এক সাধারণ কিশোর। যার ছোটবেলাটা আর দশটা সাধারণ ছেলের মতো ছিল না। তার মাথায় সারাক্ষণ ঘুরপাক খেত— "এটা কীভাবে কাজ করে? ওটা দিয়ে কী বানানো যায়?" যখন সমবয়সীরা মাঠে ক্রিকেট খেলত, তখন এই কিশোর বাটনওয়ালা ফোনের স্ক্রিনের সাথে খেলনা ক্যামেরার লেন্স জুড়ে দিয়ে বানিয়ে ফেলত আস্ত একটা মিনি প্রজেক্টর!

এই কৌতূহলী কিশোরের নাম **ডিকে শুভ (DK Shuvo)**। জানার আগ্রহ তার এতটাই তীব্র ছিল যে, মুদি দোকান থেকে আনা চিনি বা চিড়ার ঠোঙায় ব্যবহৃত পুরনো খবরের কাগজের টুকরোটাও সে মনোযোগ দিয়ে পড়ত। বই পড়ার নেশা ছিল পাগলের মতো। কিন্তু পরিবারের সাপোর্ট ছিল না। তাই স্কুলের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে, না খেয়ে সেই টাকায় বই কিনত সে। বাড়ির মানুষের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চলত সেই বই পড়া। কিন্তু বাস্তবতার কাছে মাঝে মাঝে স্বপ্নকেও হার মানতে হয়। আর্থিক অনটনের কারণে একসময় প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার ইতি টানতে হয় শুভকে। কিন্তু তার ভেতরের উদ্ভাবক সত্তাটা কখনোই থেমে থাকেনি।

অধ্যায় ১: রুবেল পাঠান স্যার এবং সিএনসি (CNC) জগতে পদার্পণ

২০২১ সাল। শুভর জীবনে একটা বড় টার্নিং পয়েন্ট আসে। রুবেল পাঠান স্যারের হাত ধরে সে পা রাখে সিএনসি (CNC - Computer Numerical Control) সেক্টরে। এই জগতটা শুভর কাছে একদম নতুন হলেও, নিজের মেধা দিয়ে সে খুব দ্রুত কাজগুলো ধরে ফেলে।

কিন্তু কাজ করতে গিয়ে সে একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করল। পুরো সিএনসি সেক্টরটা কেমন যেন এলোমেলো, ছন্নছাড়া। ডিজাইনারদের কোনো নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম নেই, ফাইল আদান-প্রদানে চরম ভোগান্তি। শুভ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এই অগোছালো সেক্টরটাকে সে একটা নিয়মের মধ্যে আনবে। একটা ডিজিটাল ক্যানভাসে সাজাবে সবাইকে।

অধ্যায় ২: দ্য সিএনসি অরিজিন (CNC Origin) এবং সেই ক্র্যাশ

শুভ শুরু করল তার প্রথম এক্সপেরিমেন্ট— "**সিএনসি অরিজিন**"। এটি ছিল একটি টেলিগ্রাম বট, যেটি শুভ তার নিজের পার্সোনাল কম্পিউটার থেকে হোস্ট করে চালাত। ডিজাইনাররা এই বটের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারত।

কিন্তু শুভ আন্দাজ করতে পারেনি যে তার এই ছোট উদ্যোগটা কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে! সারা দেশ থেকে ডিজাইনাররা পাগলের মতো রিকোয়েস্ট পাঠাতে শুরু করল। ইউজারদের এত এত রিকোয়েস্ট আর ট্রাফিকের

চাপে শুভর ছোট্ট কম্পিউটারটা রীতিমতো হ্যাং করে "হ্যাকড" হওয়ার মতো অবস্থায় চলে গেল। প্রজেক্টটা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হলেও, শুভ বুঝে গিয়েছিল— ইন্ডাস্ট্রির আসলে কী দরকার।

অধ্যায় ৩: ডিজাইনার্স ক্যাফে (Designer's Café) - বিনোদন থেকে মূল্যবোধ

টেলিগ্রাম বটের ওই ঘটনার পর শুভ ভাবল, ডিজাইনারদের আগে এক ছাতার নিচে আনা দরকার। সেই ভাবনা থেকেই জন্ম নিল ফেসবুক পেজ **Designer's Café**।

শুরুতে এটি ছিল নিছকই বিনোদনের জায়গা। শুভ সেখানে ডিজাইনারদের জীবনের নানা মজার ঘটনা নিয়ে ফানি পোস্ট করত। হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে ডিজাইনাররা পেজটির সাথে যুক্ত হতে শুরু করল। এরপর শুভ একটু সিরিয়াস হলো। সে ভিডিও বানানো শুরু করল ডিজাইনারদের আত্মসম্মান আর মূল্যবোধ নিয়ে। কীভাবে ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করতে হয়, কেন নিজের কাজের সঠিক মূল্যায়ন করতে হয়—এই ভিডিওগুলো ডিজাইনারদের মনে গভীরভাবে দাগ কাটল।

অধ্যায় ৪: সিএনসি হাব (CNC Hub) - ডিজাইনারদের নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া

ডিজাইনার্স ক্যাফের সাফল্যের পর শুভ বুঝতে পারল, শুধু ফেসবুক পেজ দিয়ে এই বিশাল কমিউনিটির সব চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। তাদের এমন একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার, যেটা হবে শুধুই তাদের নিজস্ব। আর সেখান থেকেই জন্ম নিল শুভর মাস্টারপিস— **CNC Hub**।

এটি শুধু কোনো টুল নয়, এটি সিএনসি ডিজাইনারদের জন্য তৈরি করা আস্ত একটা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম! এখানে ডিজাইনাররা একে অপরকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারে, চ্যাটিং করতে পারে, অন্যের কাজে লাইক ও কমেন্ট করতে পারে। কিন্তু এর সবচেয়ে জাদুকরী ফিচারটি হলো— **ফাইল স্ক্যানিং সিস্টেম**। গুগল লেন্সের মতো এখানে যেকোনো ডিজাইনের ছবি স্ক্যান করলেই সেটির মূল ফাইল খুঁজে পাওয়া যায়! ডিজাইনারদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে ম্যানুয়ালি ফাইল খোঁজার দিন শেষ করে দিয়েছে শুভর এই ইনোভেশন।

উপসংহার: ভিশন অফ টুমোরো

সিএনসি হাব কেবল শুরু। মৌলভীবাজারের সেই প্রজেক্টর বানানো কিশোরটি আজ একটি পুরো ইন্ডাস্ট্রির অটোমেশন আর্কিটেক্ট। ধীরে ধীরে সিএনসি হাবে আরও নতুন নতুন আপডেট আসছে, যা সিএনসি ডিজাইনারদের কাজকে করে তুলবে আরও সহজ, আরও আধুনিক। ডিকে শুভ প্রমাণ করেছে—পকেট খালি থাকলেও, যদি মাথায় আইডিয়া আর বুকে সাহস থাকে, তবে যেকোনো ইন্ডাস্ট্রিকেই বদলে দেওয়া যায়।